২৬ জুলাই — পেন্টেকস্টের পর ৯ম রবিবার

ঈশ্বরের নিয়ম এবং খ্রিস্টের ঐক্যবদ্ধকারী শান্তি

God's Covenant and Unifying Peace of Christ

পবিত্র শাস্ত্রপাঠ: যিশাইয় ৫২:৭-১২ | গীতসংহিতা ৪৫ | প্রেরিত ১০:৩৪-৪৩ | যোহন ১৭:১১-২৩

মূল পদ: "যেন তাহারা সকলে এক হয়; যেমন, পিতা, তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদ্ধে থাকে।" — যোহন ১৭:২১ক।

সূচনা

আজকের পৃথিবী গভীরভাবে বিভক্ত — রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং এমনকি ধর্মীয়ভাবেও। এই ধরনের খণ্ডবিখন্ডতার মধ্যে, যোহন ১৭ অধ্যায়ে খ্রিস্টের মহাযাজকীয় প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিয়মগত প্রেম এবং খ্রিস্টের শান্তির ওপর ভিত্তি করে ঐক্যের এক আকুল আবেদন উঠে আসে। ঐক্যের আহ্বান কেবল কোনো চুক্তি বা সহাবস্থানের জন্য নয়, বরং প্রেম, মিশন এবং পরিচয়ে এক হওয়ার জন্য। যিশাইয়ের পরিত্রাণের ঘোষণা থেকে শুরু করে গীতসংহিতায় রাজার প্রশংসা, প্রেরিত পুস্তকে পিতরের সাক্ষ্য থেকে যোহন লিপিতে যীশুর মধ্যস্থতা পর্যন্ত — আজকের পবিত্র শাস্ত্রাংশ একটিমাত্র সত্যকে প্রতিধ্বনিত করে: মানবতার সাথে ঈশ্বরের নিয়ম যীশু খ্রিস্টের মধ্যে পূর্ণতা পায়, যিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য নিয়ে আসেন। মণ্ডলী বা চার্চ হিসেবে, আমরা কেবল এই শান্তির প্রাপকই নই — আমরা এই বিভক্ত পৃথিবীতে ঐক্যের দূত হওয়ার জন্য আহ্বান পেয়েছি। আসুন আমরা নির্ধারিত পাঠ থেকে নেওয়া চারটি শিরোনামের অধীনে এই পবিত্র আহ্বানের ওপর আলোকপাত করি।

১. শান্তির সুসংবাদ ঘোষণা করা (যিশাইয় ৫২:৭-১২)

"যে মঙ্গলসমাচার আনে, শান্তি ঘোষণা করে, সুসংবাদ আনে, পরিত্রাণ ঘোষণা করে... পর্বতের উপরে তাহার চরণ কত মনোরম!" — যিশাইয় ৫২:৭। যিশাইয় এক ভগ্ন ও বন্দী মানুষের কাছে ঈশ্বরের বিজয় ও মুক্তির সংবাদ বহনকারী দূতদের আগমনের কথা কল্পনা করেছেন। "মনোরম চরণ" বা সুন্দর পায়ের চিত্রটি তাদের কথা বলে যারা শান্তির বার্তা বহন করে — এমন এক শান্তি যা ঈশ্বরের নিয়মের বিশ্বস্ততার মধ্যে নিহিত। এই ভাববাণীমূলক অংশটি খ্রিস্টের আগমনকে নির্দেশ করে, যিনি শান্তির রাজপুত্র, এবং তিনি যে সুসংবাদ নিয়ে আসেন তার কথা বলে। এখানে যে শান্তির কথা বলা হয়েছে তা কেবল দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি নয়; এটি হলো 'শালোম' — সম্পূর্ণতা, পুনরুদ্ধার, ন্যায়বিচার এবং ঈশ্বরের সাথে ও পরস্পরের সাথে সঠিক সম্পর্ক।

১৯৯০ সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা কারাগার থেকে মুক্তি পান, তখন বিশ্ব তাঁর মধ্যে শান্তির এক বাহককে দেখেছিল। প্রতিশোধের আহ্বান জানানোর পরিবর্তে, তিনি পুনর্মিলন ও ক্ষমার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর পা সুন্দর ছিল বাগ্মিতার জন্য নয়, বরং এই জন্য যে তিনি একটি ভেঙে পড়া জাতির জন্য আরোগ্য নিয়ে এসেছিলেন। একইভাবে, মণ্ডলীকে মনোরম চরণ নিয়ে উঠতে হবে — কেবল প্রচারের মাধ্যমেই নয়, বরং দয়া, ন্যায়বিচার এবং পুনর্মিলনের জীবনের মাধ্যমে

সুসংবাদ বহন করতে হবে। যেখানেই ভাঙন রয়েছে, সেখানেই আমাদের নিয়মের আশা এবং ঐক্যের দূত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. ধার্মিক রাজার রাজত্ব উদযাপন (গীতসংহিতা ৪৫)

"তুমি ধার্মিকতা ভালোবাসিয়াছ, ও দুষ্টতা ঘৃণা করিয়াছ; এই জন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর, তোমার সঙ্গীগণের অপেক্ষা তোমাকে আমোদ-তৈলে অভিষিক্ত করিয়াছেন।" — গীতসংহিতা ৪৫:৭। গীতসংহিতা ৪৫ হলো একটি রাজকীয় গীত, যা রাজার চরিত্র এবং রাজত্বের উদযাপন। ঐতিহ্যগতভাবে ইস্রায়েলের পার্থিব রাজাদের সাথে যুক্ত হলেও, এটি যীশু খ্রিস্টের মধ্যে তার চূড়ান্ত পূর্ণতা পায়, যিনি অভিষিক্ত রাজা, যাঁর শাসন ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার এবং আনন্দ দ্বারা চিহ্নিত। এই গীতসংহিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঐক্য আমাদের রাজার স্বভাব থেকে প্রবাহিত হয়। তাঁর নিয়ম কোনো শোষণের নয়, বরং ন্যায়বিচারের। তাঁর নেতৃত্ব বিভেদকারী নয়, বরং আরোগ্যকারী। এই ধরনের রাজাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে, আমরা এমন মানুষে পরিণত হই যারা ধার্মিকতাকে ভালোবাসে এবং অন্যায়কে ঘৃণা করে এবং যা দ্বন্দ্বের পরিবর্তে আনন্দ নিয়ে আসে।

একজন যাজক একবার মন্তব্য করেছিলেন, "The character of a kingdom is revealed in the character of its king." যীশু, আমাদের অনন্তকালীন রাজা, তলোয়ার দিয়ে নয় বরং গামছা দিয়ে শাসন করেন — পা ধুয়ে দেন, ক্ষত নিরাময় করেন এবং বর্জিতদের ফিরিয়ে নেন। আমরা যখন তাঁর প্রভুত্বের অধীনে বাস করি, তখন আমরা তাঁর নামে শান্তি স্থাপনকারী হয়ে উঠি। ঈশ্বরের নিয়ম এবং শান্তিকে সত্যিকার অর্থে প্রতিফলিত করতে হলে, আমাদের খ্রিস্টের রাজত্বের অধীনে বাঁচতে হবে — কেবল মুখে তাঁর স্বীকারোক্তি না করে, আমাদের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর মূল্যবোধকে মূর্ত করে তুলতে হবে। এখানেই শান্তির শুরু — শান্তির রাজপুত্র দ্বারা শাসিত হৃদয়ে।

৩. ঈশ্বরের নিয়মের সার্বজনীনতাকে গ্রহণ করা (প্রেরিত ১০:৩৪-৪৩)

"ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করে ও ধার্মিকতা আচরণ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়।" — প্রেরিত ১০:৩৪-৩৫। প্রেরিত পুস্তকের এই যুগান্তকারী মুহূর্তে, পিতর সুসংবাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বভাব ঘোষণা করেন। খ্রিস্টের শান্তির দর্শন এখন ইহুদী সীমানা পেরিয়ে সমস্ত জাতি ও মানুষের কাছে প্রসারিত হয়েছে। এটি একটি আমূল পরিবর্তনকারী প্রকাশ — ঈশ্বরের নিয়ম একচেটিয়া নয় barat সার্বজনীন, যা প্রতিটি জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির জন্য তৈরি। "ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না" বা কোনো পক্ষপাতিত্ব করেন না — পিতরের এই উপলব্ধিটি ছিল বৈপ্লবিক। ঈশ্বরের প্রেমের সার্বজনীন পরিধি দেখতে তাঁকে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাধাগুলো ভুলতে হয়েছিল। খ্রিস্ট কোনো এক্সক্লুসিভ ক্লাব গঠন করতে আসেননি, বরং অনেক মানুষকে নিয়ে একটি দেহ গঠন করতে এসেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ওয়েলশ পুনর্জাগরণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, কেবল ওয়েলসেই নয়, ভারত, কোরিয়া এবং আফ্রিকাতেও। প্রতিটি স্থানে, ঈশ্বর স্থানীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে অনন্যভাবে কাজ করেছিলেন। একজন মিশনারি উল্লেখ করেছিলেন, "আমরা ঈশ্বরকে ভারতে নিয়ে আসিনি। আমরা তাঁকে ইতিমধ্যেই সেখানে কর্মরত অবস্থায় পেয়েছি।" ঈশ্বরের নিয়মের কোনো সীমানা নেই। আজকের প্রেক্ষাপটে — তা শহুরে মণ্ডলী হোক বা গ্রামীণ সহভাগিতা — চার্চকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাক্ষ্য হতে হবে। ক্রুশের পাদদেশে জাতিগত, ভাষাগত এবং জাতিভেদের (কাস্ট) দেয়াল ভেঙে পড়তে হবে। খ্রিস্টে আমরা এক পরিবার, যা একটিমাত্র সুসংবাদের মাধ্যমে পুনর্মিলিত।

৪. খ্রিস্টের প্রার্থনার ঐক্য যাপন করা (যোহন ১৭:১১-২৩)

"যেন তাহারা সকলে এক হয়... যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে পাঠাইয়াছ।" — যোহন ১৭:২১। যোহন ১৭ অধ্যায়ে যীশুর প্রার্থনা হলো তাঁর হৃদয়ের একটি পবিত্র জানালা। তাঁর ক্রুশীয় কষ্টের আগের রাতে, তিনি কোনো অলৌকিক কাজ বা বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেননি — বরং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আর এটি কেবল কোনো উদ্দেশ্যের ঐক্য নয় — এটি হলো পিতার সাথে তিনি যে গভীর, পবিত্র, আধ্যাত্মিক একতা ভাগ করেন, সেই রকম একতা। এই ঐক্য একরূপতা (uniformity) নয়; এটি সমস্ত বিষয়ে একমত হওয়া নয়। এটি হলো খ্রিস্টে থাকার ফলে জন্ম নেওয়া এক রহস্যময় একতা — যা ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অতিক্রম করে। এটি প্রেম এবং মিশনের মধ্যে নিহিত একটি ঐক্য: "যেন জগৎ বিশ্বাস করে।"

১৯১০ সালের এডিনবরা মিশনারি কনফারেন্সে — যাকে প্রায়শই আধুনিক বিশ্বজনীন আন্দোলনের (ecumenical movement) জন্মস্থান বলা হয় — বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা একসাথে primi হাঁটু গেড়ে বসে বৈশ্বিক সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, তারা একমত হয়েছিলেন: "আমরা এক না হওয়া পর্যন্ত জগৎ আমাদের বার্তা বিশ্বাস করবে না।" ভারতে, যেখানে ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভেদ তীব্র, সেখানে মণ্ডলীকে খ্রিস্টের শান্তির এক ভাববাণীমূলক সাক্ষ্য হতে হবে। চার্চ অফ সাউথ ইন্ডিয়া (CSI), চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া (CNI), মার থোমা, Catholic, অর্থোডক্স বা পেন্টেকস্টাল — আমরা সকলেই এক দেহ, যা আমাদের প্রেম ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ঐক্যের মাধ্যমে খ্রিস্টের প্রার্থনার উত্তর দিতে আহ্বান জানায়। ঐক্য কেবল ভালো ধর্মতত্ত্ব নয় — এটি একটি মিশনগত প্রয়োজনীয়তা। একটি বিভক্ত চার্চ পুনর্মিলনের সুসংবাদ প্রচার করতে পারে না। কিন্তু একটি ঐক্যবদ্ধ চার্চ ঈশ্বরের নিয়ম এবং খ্রিস্টের শান্তির জীবন্ত চিহ্ন হয়ে ওঠে।

উপসংহার

ঈশ্বরের নিয়ম সর্বদা মুক্তি, ন্যায়বিচার এবং শান্তির নিয়ম। খ্রিস্টে, সেই নিয়ম তার শিখরে পৌঁছায় এবং সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়। আজ, আমরা কেবল খ্রিস্টের শান্তি গ্রহণের জন্যই নয়, তা যাপন করতে এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য আহ্বান পেয়েছি। যিশাইয়ের দূতদের থেকে শুরু করে গীতসংহিতা ৪৫-এর রাজা, প্রেরিত পুস্তকে পিতরের সাহসী ঘোষণা এবং অবশেষে যোহন লিপিতে যীশুর আন্তরিক প্রার্থনা — আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঐক্য ঈশ্বরের ইচ্ছা, শান্তি খ্রিস্টের দান এবং মণ্ডলী হলো উভয়ের পাত্র। আসুন আমরা খ্রিস্টের প্রার্থনার উত্তর দিতে বিলম্ব না করি। আসুন আমরা শান্তির আত্মায় বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করি, প্রতিটি বিভাজনকারী সীমানা অতিক্রম করি এবং অনুগ্রহের সেই নিয়মের সাক্ষ্য দিই যা আমাদের এক করে।

প্রার্থনা

দয়াময় এবং চিরস্থায়ী ঈশ্বর, যীশু খ্রিস্টের মধ্যে প্রকাশিত শান্তির নিয়মের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর প্রার্থনার জন্য এবং আমরা যে তাঁতে এক, সেই প্রতিজ্ঞার জন্য। ক্ষমা করুন আমাদের যে বিভেদের অনুমতি আমরা দিয়েছি, যে সমস্ত কুসংস্কার পোষণ করেছি এবং যে শান্তিকে আটকে রেখেছি। আপনার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের ভাঙন নিরাময় করুন এবং আমাদের এক দেহ হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করুন। এই পৃথিবীতে আমাদের আপনার শান্তির দূত, পুনর্মিলনের সেবক এবং আপনার নিয়মগত প্রেমের বাহক করুন। আপনার চার্চ বা মণ্ডলী — বৈচিত্র্যময় অথচ ঐক্যবদ্ধ — যেন আপনার রাজ্যের এক উজ্জ্বল চিহ্ন হয়ে ওঠে, যতক্ষণ না জগৎ বিশ্বাস করে এবং আপনার নাম মহিমান্বিত হয়। শান্তির রাজপুত্র যীশু খ্রিস্টের নামে আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।